

বাইবেলের যাত্রার সাতটি পর্যায় – একটি রূপরেখা

ভূমিকা

নিম্নলিখিত নথিটি ইব্রীয় ৩:৭-৪:১১ এবং ১ করিন্থীয় ১০:১-৬-এর অনুচ্ছেদগুলো দ্বারা অনুপ্রাণিত, যেখানে বিশ্রামবারে পৌঁছানোর বিভিন্ন যাত্রার কথা বলা হয়েছে। ইব্রীয় পুস্তকে আমরা সৃষ্টির পর ঈশ্বরের বিশ্রাম, প্রতিজ্ঞাত দেশের দিকে ইস্রায়েলীয়দের যাত্রা, যিশুর যাত্রা এবং ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ করার জন্য বিশ্বাসীর প্রচেষ্টার উল্লেখ দেখতে পাই। এই নথিটি এই যাত্রাগুলোকে সাতটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করে এবং এদের মধ্যকার সাদৃশ্য ও সংযোগগুলো তুলে ধরে।

- সৃষ্টিযাত্রা সাত দিনের সৃষ্টি পর্বের রূপরেখা দেয়, যা ঈশ্বরের বিশ্রামে পরিসমাপ্ত হয়। ইব্রীয় ৪:৪
- হিব্রু যাত্রা ইস্রায়েলীয়দের মিশরীয় দাসত্ব থেকে প্রতিজ্ঞাত ভূমিতে যাত্রার বিবরণ দেয়। হিব্রু ৪:৮
- মসিহের যাত্রা যিশুর জন্ম থেকে স্বর্গারোহণ পর্যন্ত তাঁর জীবনকে তুলে ধরে। ইব্রীয় ৪:১০ (এনএএসবি)
- শিষ্য ও সাধুর যাত্রা একজন বিশ্বাসীর অবিশ্বাস থেকে স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশের পথকে বোঝায়। ইব্রীয় ৪:১১

প্রতিটি যাত্রা সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত, এবং প্রতিটি পর্যায়ের সাথে যুক্ত প্রতীকী সংখ্যাগুলোকে তুলে ধরার জন্য একটি সাংখ্যিক প্রাসঙ্গিকতা কলাম রয়েছে, যা বাইবেলের বিভিন্ন উদ্ধৃতি থেকে নেওয়া হয়েছে।

পর্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

চারটি যাত্রাপথের প্রতিটি পর্যায় কীসের প্রতিনিধিত্ব করে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

- পর্যায় ০: যাত্রা শুরুর পূর্বের প্রাথমিক অবস্থা, যার বৈশিষ্ট্য হলো পাপ, বিশৃঙ্খলা, বন্ধন বা অবিশ্বাস।
- প্রথম পর্যায়: আলো, বিশ্বাস, আস্থা বা উদ্ভবের মধ্য দিয়ে যাত্রার সূচনা।
- দ্বিতীয় পর্যায়: পুরাতন অবস্থা থেকে নতুন অবস্থার দিকে বিচ্ছেদ বা প্রত্যাবর্তন, অনুশোচনা।
- তৃতীয় পর্যায়: জন্ম বা উত্তরণ, প্রায়শই জলের মধ্য দিয়ে। সমাধি এবং নতুন জীবন।
- চতুর্থ পর্যায়: নির্দেশনা অথবা বিধান বা আত্মার প্রাপ্তি।
- পঞ্চম পর্যায়: পরীক্ষা বা অগ্নিপরীক্ষার সময়। এছাড়াও, অনুগ্রহ বা কৃপার সময়।
- ষষ্ঠ পর্যায়: নতুন সৃষ্টি বা উত্তরণ, প্রায়শই বিচার সহ। পুনরায় সমাধি ও পুনরুত্থান।
- সপ্তম পর্যায়: বিশ্রাম বা পরিপূর্ণতা, পবিত্রতা, যাত্রার লক্ষ্য।

নিচের সারণিতে চারটি যাত্রার প্রতিটি পর্যায়ের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং সাথে □□□□ থেকে প্রাসঙ্গিক শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতিও দেওয়া হয়েছে।

সারণি: বাইবেলের যাত্রার সাতটি পর্যায়

পর্যায়	সৃষ্টি যাত্রা	হিব্রু যাত্রা	মসিহের যাত্রা	শিষ্য/সাধু যাত্রা	সংখ্যাসূচক প্রাসঙ্গিকতা
পর্যায় ০ প্রাথমিক অবস্থা, বিশৃঙ্খলা, বন্ধন, অনুপস্থিতি, অবিশ্বাস	নিরাকার ও অন্ধকার আদিপুস্তক ১:২	মিশরে দাসেরা যাত্রাপুস্তক ১:৮-১৪	কোন উপস্থিতি নেই যোহন ১:১-২	অবিশ্বাস ইফিষীয় ২:১-৩; ২ করিন্থীয় ৪:৪	
প্রথম পর্যায় আলো, বিশ্বাস, উদ্ভব, আস্থা	তিনি আলো সৃষ্টি করলেন এবং আলোকে অন্ধকার থেকে পৃথক করলেন। আদিপুস্তক ১:৩-৫; যোহন ১:৪-৫; প্রেরিত ২৬:১৮	মিশর থেকে অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করা হতো যাত্রাপুস্তক ৪:৩১; যাত্রাপুস্তক ১০:২১-২৩; যাত্রাপুস্তক ১২:৩১-৩৩	মিশর থেকে জন্ম ও প্রস্থান যোহন ৮:১২; মথি ২:২; যোহন ১২:৪৬; যিশাইয় ৯:২; মথি ৪:১৬; যোহন ১:৪-৫	বিশ্বাস ২ করিন্থীয় ৪:৬; ইফিষীয় ৫:৮; প্রেরিত ২৬:১৮	দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪
দ্বিতীয় পর্যায়: পৃথকীকরণ, প্রত্যাবর্তন, নিষ্পাপতা, অনুতাপ	জলকে পৃথক করে বিস্তীর্ণ স্থানকে স্বর্গে পরিণত করেন (আদিপুস্তক ১:৬-৮)	মিশর ত্যাগ করে ঈশ্বরের দিকে ফিরুন; জলরাশি বিভক্ত করুন যাত্রাপুস্তক ১৪:২১-২২; যাত্রাপুস্তক ১৪:২৮; গালাতীয় ৪:৭-৮; রোমীয় ৬:১৫-১৮	নিষ্পাপ জীবন মথি ২; মথি ৪:১৭; ইব্রীয় ৪:১৫	অনুতাপ প্রেরিত ৩:১৯; গীতসংহিতা ৫১:৭; প্রেরিত ২:৩৮; প্রেরিত ২৬:২০; গালাতীয় ৪:৭-৮; রোমীয় ৬:১৫-১৮	লেবীয় ১৬:৮
তৃতীয় পর্যায়: জন্ম, উত্তরণ, দীক্ষামান, আত্ম-মৃত্যু	ভূমিতে উদ্ভিদ জন্মায় আদিপুস্তক ১:৯-১৩	লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে যাত্রা যাত্রাপুস্তক ১৪:২৯; ১ করিন্থীয় ১০:১-২	যোহনের বাপ্তিস্ম মার্ক ১:৯-১১	প্রথম মৃত্যু/বাপ্তিস্ম রোমীয় ৬:৪; যোহন ১৫:৫; কলসীয় ২:১২; ১ করিন্থীয় ১০:১-২	হোশেয় ৬:২
চতুর্থ পর্যায়: নির্দেশনা, আইন, আত্মা, আলো	স্বর্গে জ্যোতির্ময় বস্তুসমূহ সৃষ্টি করা হলো। আলো ও অন্ধকারের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য জ্যোতির্ময় বস্তুসমূহ। আদিপুস্তক ১:১৪-১৯	বিধান প্রদান অগ্নিস্তম্ভ ও মেঘস্তম্ভ যাত্রাপুস্তক ২০; যাত্রাপুস্তক ১৩:২১; ১ করিন্থীয় ১০:৩-৪	পবিত্র আত্মা লাভ করেন মথি ৩:১৬; লুক ৩:২২; যোহন ১৬:১৩	পবিত্র আত্মা ২ করিন্থীয় ১:২১-২২; প্রেরিত ২:৩, ২:১৭; ১ করিন্থীয় ৬:১৯; রোমীয় ৮:১৪; যোহন ১৪:২৬; যোহেল ২:২৮; গীতসংহিতা ১১৯:১০৫; ২ করিন্থীয় ৩:৩; ১ করিন্থীয় ১০:৩-৪	যিহিষ্কেল ১:৫-১৪; যিহিষ্কেল ২:২

পর্যায়	সৃষ্টি যাত্রা	হিব্রু যাত্রা	মসিহের যাত্রা	শিষ্য/সাধু যাত্রা	সংখ্যাসূচক প্রাসঙ্গিকতা
৫ম পর্যায়ের পরীক্ষণ, বন্য এলাকা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা	সমুদ্রের প্রাণী/দানব এবং পাখি সৃষ্টি করা হলো (আদিপুস্তক ১:২০-২৩)	চল্লিশ বছরের মরুপ্রান্তরে পরীক্ষা, মোশি চল্লিশ দিন পরীক্ষিত হয়েছিলেন যাত্রাপুস্তক ১৬-২০; দ্বিতীয় বিবরণ ৮:২; যাত্রাপুস্তক ৩২; ১ করিন্থীয় ১০:৩-১৫; গীতসংহিতা ৯৫:৮-১১	মরুভূমিতে বিচরণ/প্রলোভন ও তাড়না লুক ৪:১-১৩; মথি ২৪:৯; মথি ৪:১-১১; যোহন ১৬:৩৩	পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকো, অধ্যবসায়ী হও, পথভ্রষ্ট হয়ো না। ২ করিন্থীয় ১৩:১-১০; ১ পিতর ১:৬-৭; মালাখি ৩:২-৩; যাকোব ১:২-৪; যিশাইয় ৪০:৩১; ১ করিন্থীয় ১০:৩-১৫; যোহন ৪:১৩-১৪; ১ পিতর ২:২৪	মথি ২৫:১-১৩; মথি ১৪:১৩-২১
ষষ্ঠ পর্যায় নতুন সৃষ্টি, উত্তরণ, পুনরুত্থান, স্বকচ্ছেদ, বিচার	ভূমি থেকে মানুষ ও স্থলজ প্রাণী উৎপন্ন হয় আদিপুস্তক ১:২৪-৩১	নিয়ম-সিল্দুক নিয়ে জর্ডন পার হওয়া। প্রবেশের পূর্বে স্বকচ্ছেদ করা হয়েছিল। যিহোশ ৬-১২; যিহোশ ৭:১-২৬; যিহোশ ৩:১৪-১৭; যিহোশ ৫:২-৯	মৃত্যু/পুনরুত্থান রোমীয় ৩:২৫; কলসীয় ১:১৫-২০; যোহন ১২:৩১; মথি ২৮:১৮; মথি ২৫:৩১-৪৬	দ্বিতীয় মৃত্যু/পুনরুত্থানে প্রবেশ করার আগে অবশ্যই স্বকচ্ছেদিত হৃদয় থাকতে হবে। প্রকাশিত বাক্য ২:১১; ১ করিন্থীয় ৩:১২-১৫; রোমীয় ৬:১২-১৪; ২ করিন্থীয় ৫:১০; রোমীয় ৮:১; কলসীয় ২:১১-১৩	১ শমুয়েল ১৭:৪; প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৮
সপ্তম পর্যায়: বিশ্রাম, প্রতিশ্রুত ভূমি, রাজ্য, পরিপূর্ণতা	পবিত্র ও বিশ্রাম আদিপুস্তক ২:১-৩; ইব্রীয় ৩:৭-৪:১১	প্রতিজ্ঞাত দেশ যোশুয়া ২১:৪৩-৪৫; ইব্রীয় ৩:৭-৪:১১; গীতসংহিতা ৯৫:৮-১১	স্বর্গীয় রাজ্য সিংহাসনের ডান হাত যোহন ২০:১৭; প্রেরিত ২:৩১-৩৫; প্রেরিত ১:৯-১১; যোহন ১৪:২-৩; মথি ১১:২৮; ইব্রীয় ৩:৭-৪:১১	স্বর্গীয় রাজ্য লুক ২২:২৫-৩০; ইব্রীয় ৩:৭-৪:১১; ড্যান ১২:১৩	লেবীয় ২৫:৮-১০ ২ বংশাবলি ৩৬:২১ যোশুয়া ৬:১-২০

সংখ্যার সাথে মজা

পরীক্ষা, সংকট এবং অনুগ্রহের সময়ে (অর্থাৎ পঞ্চম পর্যায়) আমরা দেখতে পাব:

- $80 = (1+9) \times 5$: বিশ্বস্ত ও পবিত্র হও!
- $80 = (2+6) \times 5$: অনুশোচনা করো অথবা বিচারের সম্মুখীন হও
- $80 = (3+5) \times 5$: বাপ্তিস্ম গ্রহণ করুন এবং পরীক্ষা/সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকুন।
- $80 = (8+8) \times 5$: পবিত্র আত্মা! পবিত্র আত্মা!

এই অধ্যায়ে ৪০ সংখ্যাটির তাৎপর্য কৌতুকপূর্ণভাবে অন্বেষণ করা হয়েছে, যা যাত্রাপথের বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষার সময়ে (পঞ্চম পর্ব) আবির্ভূত হয়। এটি বিভিন্ন পর্বের মধ্যে সংযোগের ইঙ্গিত দেয় এবং ধর্মগ্রন্থে সংখ্যার প্রতীকী ব্যবহার নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে উৎসাহিত করে।

উপসংহার

এই চারটি যাত্রাকে একসূত্রে গাঁথার মাধ্যমে আমরা বিশ্রাম ও পরিভ্রাণ বিষয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনার সামগ্রিক আখ্যানটি দেখতে পাই। সৃষ্টি থেকে শুরু করে বিশ্বাসীর যাত্রা পর্যন্ত, প্রতিটি পর্যায়ই চূড়ান্ত বিশ্রামবারের দিকে একটি পদক্ষেপকে প্রতিফলিত করে। এই যাত্রাগুলোর মধ্যকার সাদৃশ্যগুলো বাইবেলের ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের ধারাবাহিকতাকে তুলে ধরে এবং আমাদেরকে সেই বিশ্রামে প্রবেশ করার জন্য সচেতন হতে আমন্ত্রণ জানায়, যেমনটা ইব্রীয় ৪:১১ (□□□□) পদে উৎসাহিত করা হয়েছে: □□□□□; অতএব, আমরা যেন সেই বিশ্রামে প্রবেশ করার জন্য সচেতন হই, যেন অবাধ্যতার সেই একই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কেউ পতিত না হয়।□□□□□;

সংযোজন:

প্রতিটি পর্যায় সন্ভাব্য অধ্যয়ন। আপনি ইব্রীয় ৬:১-২ পদ উল্লেখ করে মূল্যায়ন করতে পারেন যে এগুলোকে “প্রাথমিক শিক্ষা” হিসেবে বিবেচনা করা যায় কিনা।

পর্যায় ০: ঈশ্বরের অন্বেষণ, ঈশ্বরের বাক্য, মশীহ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী, পথ

প্রথম পর্যায়: বিশ্বাস, আনুগত্য, অনুগ্রহ, ক্রুশের বার্তা, পুরাতন নিয়ম, নতুন নিয়ম, ইয়োম কিপ্পুর

দ্বিতীয় পর্যায়: পাপ, দ্বিতীয় পাপ, অনুতাপ

তৃতীয় পর্যায়: বাপ্তিস্ম

চতুর্থ পর্যায়: পবিত্র আত্মা

পর্যায় ৫: মিলন, শিষ্যত্ব, মণ্ডলী, ধর্মত্যাগ, ধর্মত্যাগ২

ষষ্ঠ পর্যায়: বিচার।

পর্যায় ৭: সাতটি পর্যায়